দৈনিক খবর

তারিখ ... 2৮ JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৬

ডাকসুর অভিষেক ।। গুলীর শব্দ

‘একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেশকে রসাতলে নিচ্ছে’

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ডাকসু'র অভিষেক অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তাদের ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব চিন্তা-ভাবনা দেশকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে টিএসসি'র সড়ক দ্বীপে আয়োজিত এ অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাকসু'র কোষাধ্যক্ষ ডঃ আবুল কালাম, ভিপি আমান উল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবির খোকন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নিয়ামত এলাহী। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণের কারণে গোটা এলাকায় চরম বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, অনাকাংখিত সন্ত্রাসের অসহায় শিকার হয়ে অনেক ছাত্রের অকাল জীবনাবসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। শিক্ষা পরিবেশের অবনতিতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের এক অবর্ণনীয় উদ্বেগের মধ্যে থাকতে ছাত্রসহ সকলকে শিক্ষায়,

২-এর পাতায় দেখুন

একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যোগ্যতায় ও দেশপ্রেমে আদর্শ স্থানীয় হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিবেকহীনভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ছে। অবস্থা বেগতিক দেখলে তাদের অনেকেই হয়ত ভিনদেশে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে। অন্যায় অবিচারের মুখে জাতির এই অসহায় মুহূর্তে সকল শ্রেণীর সচেতন মানুষের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিঃস্বার্থ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা অপরিহার্য। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজই পারে আঁতাতকামীদের নিরস্ত করতে।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিজীবনের সততাকে আমি প্রশংসা করি এবং তরুণদের তা অনুসরণ করতে বলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিজয়কে সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাই বিজয়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দকে দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, যে তরুণ কিছুদিন পরেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে, তারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে জানবে না, নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে না, এমনটি কল্পনা করা আদৌ সমীচীন নয়। তাই কেউ চান আর না চান কোন না কোন ধরনের ছাত্র-রাজনীতি থাকবেই। তবে সে রাজনীতি যদি আদর্শবিবর্জিত হয় এবং আন্দোলনের নামে শুধুমাত্র বিশৃংখলা হয় বা একটি সংগঠনকে অন্য একটি সংগঠনের মুখোমুখি দাঁড় করায় তবে তা কাম্য হতে পারে না।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আজ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। কোন কোন মহল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু কিছু অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের কোথাও কোন স্তরে ক্লেদ থাকলে তা সংশোধনের জন্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এর ছাত্র-শিক্ষক সকলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে সমাজ কি লাভবান হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য সাবেক ছাত্র ও বিত্তবানদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আমরা প্রায় পুরোপুরি সরকারের মুখাপেক্ষী। এরূপ সরকারের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা যাবে কি-না সন্দেহ রয়েছে।

ছাত্রসমাজ সন্ত্রাস ও সেশন জটের কবল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার কঠিন দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছে উল্লেখ করে ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান বলেন, ডাকসু নির্বাচনে এবারের রায় হচ্ছে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়। দেশে এই মুহূর্তে বড় প্রয়োজন নিষ্ঠা, সততা ও স্বদেশপ্রেম। কেবল জাতীয়তাবাদী চেতনাই মানুষকে এমনি ধারায় স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা এমনি একদিনে অভিষিক্ত হচ্ছি যখন মাতৃভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, বাক-স্বাধীনতা রুদ্ধ। গণতান্ত্রিক সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হতে চলেছে। শিক্ষাসহ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়ছে। দেশে আজ গণতন্ত্র নেই। স্বৈরাচারের দালালরা প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তির ওপর আঘাত হানছে। এ আঘাত প্রতিহত করতেই হবে।

'সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে জ্ঞান প্রবাহের মূল স্রোতের পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজী রেখে আমরা লড়ে যাব'- এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ডাকসুর জিএস খায়রুল কবির খোকন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সম্পদ। এ প্রতিষ্ঠানকে আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশীমত চলতে দিতে পারি না। তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবী আদায়ে ছাত্রসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা ডাকসু'র কর্মকর্তাদের শপথ পাঠ করান এবং আলোচনা শেষে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যায় মঞ্চের সামনের দিক থেকে তিন রাউন্ড গুলীর শব্দ পাওয়া যায়। এ সময় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ব্যাপক ছুটোছুটি শুরু হয় এবং গোটা এলাকায় বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ উপস্থিত ছাত্রীরা এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। কে বা কারা ঘটনা ঘটায় তাও জানা যায়নি। গুলীর অল্পক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হলে আবারো অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। এ সময় রিমঝিম নামে একটি চার বছরের শিশু হারিয়ে যায়।